বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

জামায়াতকে নিশ্চিহ্ন করার সরকারী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ গণপ্রতিরোধ গড়ে তুলুন

আল্লাহর সার্বভৌমত্বের কথা বলা কি অপরাধ ?

প্রিয় দেশবাসী,

আস্‌সালামু আলাইকুম।

আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী দেশের সর্ববৃহৎ ইসলামী দল। ইসলামী মূল্যবোধ, মৌলিক বিশ্বাস ও চেতনার ভিত্তিতে শোষনমুক্ত ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনের মহান উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী কাজ করে যাচ্ছে। অতীতের প্রতিটি গণআন্দোলনে জামায়াতের রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা। জামায়াত নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাসী একটি নির্বাচনমুখী দল। অতীতের প্রতিটি সংসদ নির্বাচনে জামায়াত অংশগ্রহণ করেছে। প্রত্যেক সংসদে জামায়াতের প্রতিনিধিত্ব ছিল, বর্তমান সংসদেও আছে।

আপনারা ইতিমধ্যেই অবগত হয়েছেন মহামান্য হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চ ১ আগস্ট এক বিভক্তি রায়ে জামায়াতে ইসলামীর নিবন্ধন বাতিল করেছে। হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টে আপীল করা হয়েছে। সুপ্রীম কোর্টে আপীল নিস্পত্তির মাধ্যমে নিবন্ধন সংক্রান্ত রায়ের চুড়ান্ত ফায়সালা হবে। আমরা আশাকরি মহামান্য সুপ্রীম কোর্টে আমরা ন্যায়বিচার পাবো এবং জামায়াতের নিবন্ধন বহাল থাকবে ইনশাআল্লাহ্‌। সরকার সংবিধান, গণতন্ত্র ও মৌলিক অধিকার পদদলিত করে জামায়াতকে নিষিদ্ধ ঘোষণার নানামুখি ষড়যন্ত্র করছে। জামায়াতের অপরাধ, সংগঠনের গঠনতন্ত্রে লেখা আছে ***"সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ"*** আর জামায়াতের মৌলিক আক্বীদা হচ্ছে ***"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"***। মহান রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআন শরীফের সূরা আল-ইমরানের ১৮৯ নং আয়াতে ঘোষণা করেছেন, ***"আসমানসমূহ ও জমিনের সার্বভৌমত্ব এককভাবে আল্লাহর জন্যে ; আল্লাহ তায়ালাই সবকিছুর ওপর একক ক্ষমতাবান।"*** দলীয় গঠনতন্ত্রে মহাগ্রন্থ আল-কোরআনের ঐ ঘোষণা ও ইসলামের মৌলিক আক্বীদা এবং বিশ্বাসের বিষয় থাকার কারনে জামায়াতের গঠনতন্ত্র বাংলাদেশের সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক বলে জামায়াতের নিবন্ধন বাতিল করা হয়েছে। অথচ বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র ধর্ম হচ্ছে ইসলাম। সংবিধানের শিরোনামেও ***"বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম"*** লেখা রয়েছে। সংবিধানের ৩৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যে কোন ব্যক্তির রাজনৈতিক দল, সভা সমিতি করার অধিকার স্বীকৃত। বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী ইসলামী আদর্শ অনুসরন ও পালন নিষিদ্ধ নয়। তাছাড়া একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিবন্ধন প্রদান ও বাতিলের মূল কর্তৃপক্ষ নির্বাচন কমিশন। ২০১০ সালের জানুয়ারী মাসে নির্বাচন কমিশন তাদের মেমোতে উল্লেখ করেন আরো যেসব দলকে নিবন্ধন দেয়া হয়েছে তার মধ্যে অনেক দল বিশেষ করে ১১টি দলের গঠনতন্ত্রই ত্রুটিপূর্ণ এবং গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ এর সাথে সাংঘর্ষিক। নির্বাচন কমিশনের চাহিদা মোতাবেক জামায়াত সংশোধিত গঠনতন্ত্র নির্বাচন কমিশনে দাখিল করে। জামায়াতের নিবন্ধনের পুরো প্রক্রিয়াটি এখনো নির্বাচন কমিশনের বিবেচনাধীন। নির্বাচন কমিশনে প্রক্রিয়াধীন বিষয়ে আদালতে রীট চলতে পারে না। রীট আবেদনটি অপরিপক্ক। বাংলাদেশ, ভারত ও ইংল্যান্ডের উচ্চতর আদালতের এ সংক্রান্ত অনেক নজির রয়েছে যা মামলা চলাকালে আদালতে উপস্থাপন করা হয়। মাননীয় আদালত ঐসব বিষয় অগ্রাহ্য করে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের কথা বলার অপরাধে জামায়াতের নিবন্ধন বাতিল করেন, যা অত্যন্ত দুঃখজনক।

গত ফেব্রুয়ারী ২০১৩ তে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় গঠিত শাহবাগের তথাকথিত গণজাগরণ মঞ্চ থেকে জামায়াতকে নিষিদ্ধ করার অন্যায় ও বে-আইনী দাবী করা হয়। সরকার তাদের অযৌক্তিক দাবী অনুযায়ী ব্যক্তির পাশাপাশি দলকেও বিচারের আওতায় আনার লক্ষ্যে আইন সংশোধন করে। অতি সম্প্রতি এই লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত দল জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে তথাকথিত যুদ্ধাপরাধের অভিযোগের তদন্ত শুরু করেছে যা জামায়াতকে নিষিদ্ধ করার মূল ষড়যন্ত্রেরই অংশ।

শুধুমাত্র জামায়াতে ইসলামী নয়, বরং ইসলাম ও ইসলামী রাজনীতির মূলোৎপাটন করাই বর্তমান সরকারের লক্ষ্য। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পরপরই দেশের আলেম-ওলামা এবং ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলোর দাবীকে উপেক্ষা করে ইসলাম বিরোধী ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষানীতি প্রনয়ন করে। একই সাথে ইসলাম বিরোধী নারী নীতি প্রনয়ন করে বর্তমান সরকার। সরকার ইসলামের সম্পত্তি বন্টন নীতিমালাকে লংঘন করে নতুন নীতি প্রণয়ন করে। সরকারের মন্ত্রী, উপদেষ্টারা অহরহই হিজাব, পর্দা কিংবা বোরখা নিয়ে কটুক্তি করে আসছে। স্বাধীন বাংলাদেশে সুষ্ঠু রাজনীতির সব ইতিহাসকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে এ সরকারের আমলেই প্রথম বারের মত বোরখা পরিহিতা মেয়েদেরকে কারাগারে এবং রিমান্ডে নিয়ে নির্মমভাবে নির্যাতন করা হয়। এই সরকারের আমলেই জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে তালা লাগানো হয়। ৩শ'র অধিক মসজিদে গোয়েন্দা নজরদারীর ব্যবস্থা করা হয়। আলেম-ওলামা এবং ধর্মপ্রাণ নাগরিক এবং ধর্মীয় শিক্ষকদেরকে অপমান করে তাদেরকে মিডিয়ার মাধ্যমে দেশবাসীর সামনে হেনস্থা করা হয়। ইসলাম পালন করলে উগ্র, জঙ্গি আখ্যা দিয়ে তাকে সামাজিক শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়। কোরআন, হাদীস ও ইসলামী বইপুস্তককে জঙ্গিবাদের বই বলে আখ্যায়িত করা হয়।

ইসলামপন্থী জনগণের উপরে এ সরকার অত্যাচারের যে স্টীম রোলার চালিয়েছে তার কোন নজীর সাম্প্রতিক সময়ের ইতিহাসে আর পাওয়া যায় না। গত ৫ মে ২০১৩ তারিখে মতিঝিলের শাপলা চত্বরে হেফাজতে ইসলামের শান্তিপূর্ণ সমাবেশে সরকারের নির্দেশে ১০ হাজারের বেশী আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য ঘুমন্ত ও ইবাদতরত মুসুল্লিদের উপর এক যৌথ অভিযান পরিচালনা করে। এই অভিযানে গুলি, বিস্ফোরক, সাউন্ডগ্রেনেড থেকে শুরু করে নানা ধরনের মারনাস্ত্র ব্যবহার করা হয়। অভিযানের এই নৃশংসতা আড়াল করার জন্য আগে থেকেই সেখানে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়। বেশ কিছু মিডিয়ার সম্প্রচার বন্ধ করে দেয়া হয়। তথাপি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা এবং গণমাধ্যমের তথ্যসূত্র থেকে ঐ অভিযানে শত শত প্রাণহানির ঘটনা জানা যায়। ঐ ঘটনায় অসংখ্য ব্যক্তি আহত হয়ে বর্তমানে অসহায় জীবন যাপন করছে। হেফাজতে ইসলামের নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে এরপর দেশব্যাপী সাড়াশী অভিযান শুরু হয়, যা এখনো অব্যাহত রয়েছে। মূলতঃ ইসলামের আওয়াজকে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য সরকার এই বর্বরতম অভিযান পরিচালনা করেছে।

প্রিয় দেশবাসী,

সীমাহীন দুর্নীতি ও দুঃশাসনের কারনে আওয়ামী লীগ সরকার দেশ পরিচালনায় চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি, দ্রব্যমূল্যের উর্ধগতি, তেল-গ্যাস-পানি-বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধানে ব্যর্থতা, শিক্ষাঙ্গনে নৈরাজ্য, হলমার্ক-ডেসটিনি-শেয়ারবাজার-পদ্মাসেতু কেলেঙ্কারি এবং ছাত্রলীগ, যুবলীগের সীমাহীন সন্ত্রাস, চাঁদাবাজী, টেন্ডারবাজী ও নৈরাজ্যের কারণে আওয়ামী লীগ আজ জনবিচ্ছিন্ন।

ইসলাম ও দেশের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকার যে ষড়যন্ত্র করে আসছে তা বাস্তবায়নের পথে প্রধান প্রতিবন্ধকতা মনে করে জামায়াতে ইসলামীকে। তাই জামায়াতকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য সরকার উঠেপড়ে লেগেছে।

সরকার রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য ৪২ বছর পূর্বের মিমাংসিত ইস্যুকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে বিচারের নামে প্রহসনের আয়োজন করেছে। জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, সাবেক আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম, নায়েবে আমীর মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, সেক্রেটারী জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ, সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল মোহাম্মদ কামরুজ্জামান ও আব্দুল কাদের মোল্লাসহ জামায়াতে ইসলামীর শীর্ষ নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে তথাকথিত মানবতা বিরোধী অপরাধের মিথ্যা অভিযোগে তাদেরকে ফাঁসিসহ শাস্তি দেয়ার ব্যবস্থা করেছে। উদ্দেশ্য হলো বিচারের নামে জামায়াত নেতৃবৃন্দকে হত্যা করে জামায়াতকে নেতৃত্বশূন্য করা।

সরকার জামায়াতে ইসলামীর নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে ২৬ হাজার মিথ্যা মামলা দায়ের করেছে। এ পর্যন্ত গ্রেফতার করা হয়েছে ৪৩ হাজার নেতা-কর্মীকে। আসামী করা হয়েছে ৫ লক্ষাধিক নেতা-কর্মীকে। রিমান্ডে নিয়ে পঙ্গু করে দেয়া হয়েছে জামায়াত ও ছাত্রশিবিরের শত শত নেতা-কর্মীকে। জামায়াত ও ছাত্রশিবিরের ৮ জন নেতাকে গুম করা হয়েছে। জামায়াতের কেন্দ্রীয় ও মহানগরী কার্যালয়সহ জেলা ও থানা পর্যায়ের প্রায় সকল কার্যালয় দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধ করে রাখা হয়েছে। জামায়াত তার গণতান্ত্রিক অধিকার, মিছিল, সমাবেশের আয়োজন করলেই পুলিশ সেখানে হামলা চালাচ্ছে ও গুলি করছে। জামায়াত সভা-সমাবেশের অনুমতি চাইলে তা দেয়া হচ্ছে না বরং ১৪৪ ধারা জারী করে আরো প্রতিবন্ধকতা তৈরী করা হচ্ছে। পুলিশি হেফাজতে আটক জামায়াত ও ছাত্রশিবিরের নেতা-কর্মীদেরকে অঙ্গহানী করা হয়েছে। খুব কাছ থেকে গুলি করে বিকলাঙ্গ করে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলায় ফাঁসির রায় ঘোষণার পর সাধারণ জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদে নেমে আসলে গত ২৮ ফেব্রুয়ারী থেকে ৭ মার্চ পর্যন্ত ২৩১ জনকে হত্যা করেছে এ সরকার। গত রমজান মাসে ১০ জন, ঈদুল ফিতরের পর আরো ২ জনসহ সরকার এ পর্যন্ত জামায়াত ও ছাত্রশিবিরের ২৪৩ জন নেতা-কর্মীকে হত্যা করেছে।

জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারী জেনারেল এ.টি.এম আজহারুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক অধ্যাপক তাসনীম আলমসহ জাতীয় নেতৃববৃদকে ডান্ডাবেড়ী পরিয়ে আদালতে হাজির করা হয়। ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতিকে একটানা ৫৫ দিন রিমান্ডে নিয়ে হত্যার উদ্দেশ্যে নির্যাতন চালিয়ে তাকে পঙ্গু করে দেয়া হয়। জামায়াত-শিবিরের নেতা-কর্মীরা উচ্চ আদালত থেকে জামিন পেয়ে কারাগার থেকে বের হওয়া মাত্রই জেলগেট থেকে পুনরায় গ্রেফতার করে আদালতের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করা হয়।

সচেতন জনতা,

সর্বক্ষেত্রে ব্যর্থ সরকার জনসমর্থন হারিয়ে এখন বেপরোয়া ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ৫টি সিটি করপোরেশন নির্বাচনে জনগণ সরকারের এ চরম ব্যর্থতা ও বর্বর নির্যাতনের সমুচিত জবাব দিয়েছে। এ নির্বাচনগুলোতে সরকার সমর্থিত প্রার্থীরা বিপুল ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হয়। সিটি করপোরেশন নির্বাচনে এ ভরাডুবির পর সরকার অনুধাবন করতে পেরেছে যে, সুষ্ঠু নির্বাচন হলে আগামী নির্বাচনে তাদের শোচনীয় পরাজয় নিশ্চিত। এ কারনে জাতীয় নির্বাচনের কয়েক মাস বাকী থাকতেই সরকার তা বানচালের উদ্দেশ্যে নানামুখি ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। ইতোমধ্যেই আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও এল.জি.আর.ডি মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম বিরোধী দলের সাথে কোন ধরনের সমঝোতা নাকোচ করে দিয়েছেন। অপরদিকে প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলের নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনর্বহালের দাবীকে অগ্রাহ্য করেছেন এবং দলীয় সরকারের অধীনেই আগামী নির্বাচন করার ঘোষণা দিয়েছেন।

সরকার একতরফা নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রের কবর রচনা করে ও জামায়াতকে ছলে বলে কৌশলে নির্বাচনের বাইরে রেখে এবং জামায়াতকে নিষিদ্ধ ঘোষণার মাধ্যমে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করে বাংলাদেশকে একটি ধর্মহীন রাষ্ট্রে পরিণত করার নীল নকশা বাস্তবায়ন করতে চায়। সরকার ইসলাম ও ধর্মীয় রাজনীতি নির্মূলের চক্রান্ত করে দেশকে অনিবার্য সংকটের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। সরকার মূলতঃ বিরোধী দল বিহীন প্রহসনের নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে পুনরায় একদলীয় বাকশালী শাসন চালু করতে চায়। দেশ ও জাতির এ চরম ক্রান্তিলগ্নে দেশপ্রেমিক জনগণের কাছে আমাদের আকুল আবেদন, আসুন সরকারের এই গণতন্ত্র ধ্বংস ও ইসলাম নির্মূলের চক্রান্ত এবং দেশবিরোধী যাবতীয় ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ গণপ্রতিরোধ গড়ে তুলি।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী